Madaripur Legal Aid Association (MLAA)
Ensuring Rights Through Informal Justice System

Municipal Association of Bangladesh-MAB
বাংলাদেশ পৌরসভা সমিতি

বিরোধ মীমাংসা (পৌর এলাকা) বোর্ড আইন ২০০৪ এর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

The Asia Foundation

50 years in bangladesh
working together
realizing potential

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশের আদালত সমূহে মামলার জট লেগেই আছে। আদালতের এ মামলার জট কমাতে সরকার ও বিচার সংশ্লিষ্ঠ সকলে বিকল্প পন্থায় বিরোধ নিস্পত্তির প্রতি জোড় দিয়ে আসছেন। সালিশযোগ্য বিরোধ মীমাংসার জন্য গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর অধীনে ইউনিয়ন পরিষদে 'গ্রাম আদালত' এবং পৌরসভায় বিরোধ মীমাংসা (পৌর এলাকা) বোর্ড আইন, ২০০৪ এর অধীনে পৌর বোর্ড আইন রয়েছে।

গ্রাম আদালতের আর্থিক এখতিয়ার ৩০০০০০/- (তিন লাখ) টাকায় উত্তীর্ণ হলেও পৌর বোর্ড আইনের মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তির এখতিয়ার এখনো ২৫০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা চলমান রয়েছে।

পৌরবাসীর বিরোধ মিমাংসা ও আদালতে বিদ্যামান মামলার জট

বর্তমানে বাংলাদেশের আদালতগুলোতে ৪২ লক্ষ মামলা বিচারাধীন আছে। মেট্রোপলিটন এলাকায় এই মামলার জট তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। আমাদের দেশে ৯৪ হাজার ৪৪৪ জন এর বিপরীতে বিচারকের সংখ্য ১ জন। একজন বিচারকের বিপরীতে মামলার সংখ্যা প্রায় ১৮৮৩টি। ফলে মামলা নিস্পত্তিতে বছরের পর বছর সময় লেগে যায়।

বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তিতে সরকার এর গুরুতারোপ ঃ

বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মাননীয় প্রধান বিচারপতি, মাননীয় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী সকলেই বিকল্প পন্থায় বিরোধ নিস্পত্তিতে জোর দিতে বিচারকসহ সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের পৌরসভা ও জনসংখ্যাঃ

বর্তমানে দেশে মোট ৩২৯ টি পৌরসভায় প্রায় ৫ কোটি জনগণ বাস করে।

বিরোধ মীমাংসা (পৌর এলাকা) বোর্ড আইন, ২০০৪ এর সংস্কার প্রয়োজন কেন?

পৌরসভা পর্যায়ে বিরোধ মীমাংসা (পৌরএলাকা) বোর্ড আইন বিদ্যমান। পৌর বোর্ড এর আওতায় বিচারিক আর্থিক ক্ষমতা ২৫০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকায় সীমাবদ্ধ থাকা এবং আইনটির অন্যন্য কিছু সীমাবদ্ধতার কারনে আইনটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছেনা তাই দ্রুত আইনটির সংস্কার প্রয়োজন।

কেন আইনটির সংস্কার প্রয়োজন ঃ

মানুষ কোর্টে যেতে কম আগ্রহী ঃ

২০১৮ সনে বাংলাদেশে সম্পন্ন হওয়া জাস্টিস অডিটের সমীক্ষা হতে জানা যায় দেশের মাত্র ৯% লোক আদালতের মাধ্যমে, ৪% লোক পুলিশের মাধ্যমে এবং ৮৭% লোক স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং গন্যমান্য ব্যক্তির সহায়তায় বিরোধ নিস্পত্তিতে আগ্রহী ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ মামলা বিচারের এখতিয়ার

বিরোধ মীমাংসা (পৌর এলাকা) বোর্ড আইন ২০০৪ এর ৪ ধারার ১ উপধারায় মোতাবেক পৌরসভায় সংগঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিরোধ নিস্পত্তির এখতিয়ার রয়েছে প্রতিটি পৌরসভার। এই আইনের আর্থিক এখতিয়ার বৃদ্ধি করা এখন সকলের দাবী ।

পৌর বোর্ড কার্যক্রমের সাফল্য

মাদারীপুর লিগাল এইড এসোসিয়েশন এর পক্ষ হতে সর্বশেষ ২০২২ সাল এর জানুয়ারি মাস হতে “প্রমোটিং রুল অফ ল থ্রু ষ্ট্রেনদেনিং ফরমাল এন্ড ইনফরমাল জাষ্টিস” প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে মাদারীপুর শরীয়তপুর ও গোপালগঞ্জ জেলার ৬টি পৌরসভায় বিরোধ মীমাংসা (পৌর এলাকা) বোর্ড আইন ২০০৪ সক্রিকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয় এবং এ কার্যক্রমে বেশ কিছু সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

আইনটি সংস্কার হলে গরীব মানুষ বিশেষ করে নারীরা কীভাবে উপকৃত হবেন ঃ

৬টি পৌরসভায় প্রাপ্ত ৩৫টি আবেদন বিশ্লেষনে পরিলক্ষিত হয় প্রাপ্ত আবেদনের ৪৭.৩% নারী আবেদনকারী।

আইনটির সংক্ষিপ্তসার

* শিরোনাম : বিরোধ মীমাংসা (পৌর এলাকা) বোর্ড আইন, ২০০৪
* দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় ধরণের বিরোধ মীমাংসার সুযোগ রয়েছে
* সাদা কাগজে বাংলা ভাষায় লিখিত আবেদন করতে হয়
* ৫ (পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হয়
* এককভাবে কারো সিদ্ধান্ত প্রদানের সুযোগ নেই

আইনটির সংক্ষিপ্তসার

*বাদী ও বিবাদী নিজের পছন্দমত প্রতিনিধি মনোনয়ন দিবে

*৫ ঃ ০ কীংবা ৪ ঃ ১ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সিদ্ধান্ত হলে আপীলের সুযোগ নেই

*৩ ঃ ২ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সিদ্ধান্ত হলে আপীলের সুযোগ আছে

*বোর্ডের সিদ্ধান্ত বা রায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হবে

*রায় বাস্তবায়নের জন্য আইনের অধীনে সুযোগ রয়েছে

*আইনজীবী নিয়োগ নিষিদ্ধ

৫ সদস্য বিশিষ্ঠ পৌর বোর্ড কাঠামো

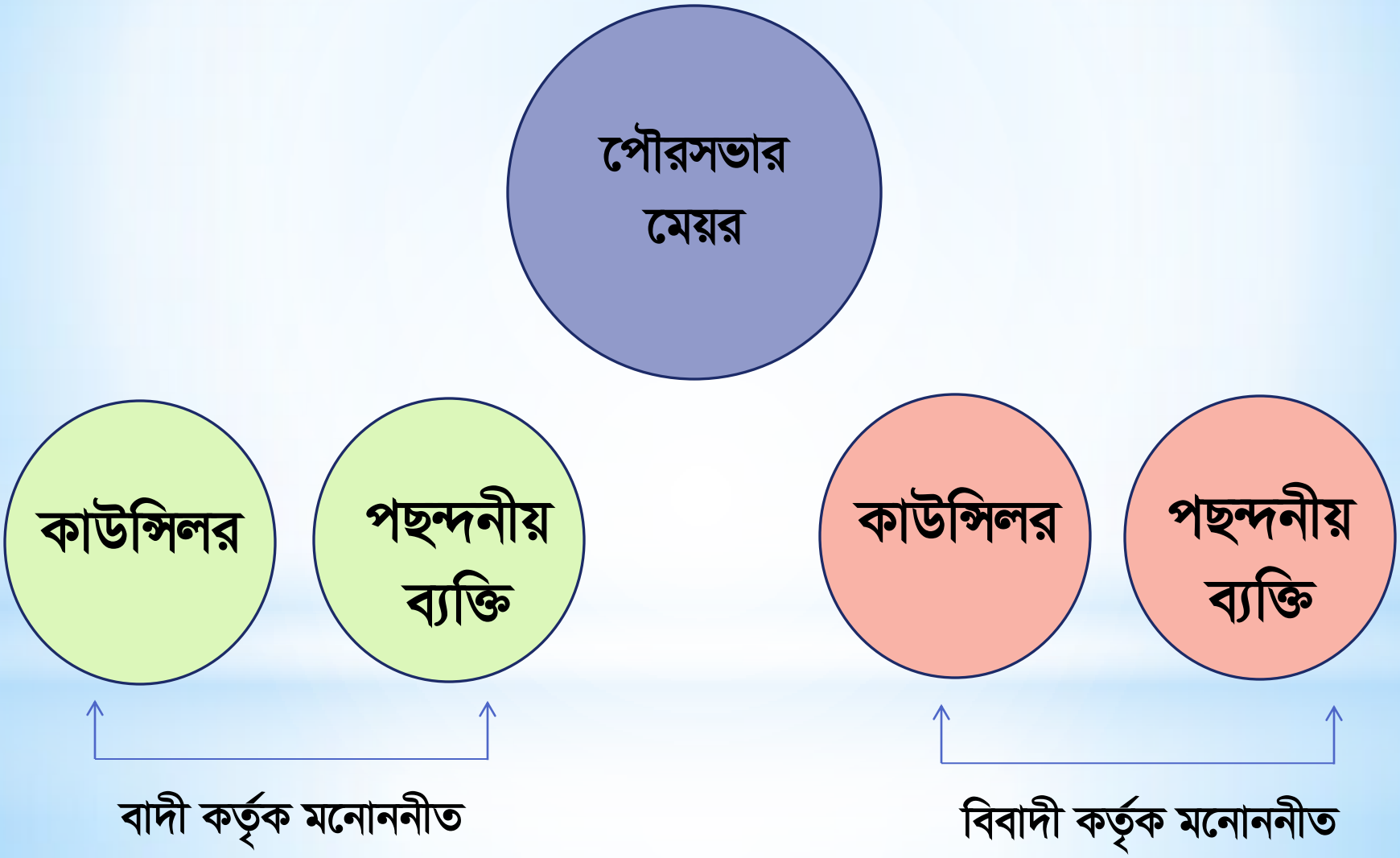

আইনটি সংস্কারের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত সম্পাদিত কাজের তালিকা

ক. জেলা পর্যায়ে সেমিনার ঃ

মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও শরীয়তপুর জেলায় "পৌর এলাকা বোর্ড আইন ২০০৪ সম্ভাবনা, সীমাবদ্ধতা ও করণীয়" শীর্ষক তিনটি সেমিনার এর মাধ্যমে আইনটি সংস্কারে মাঠ পর্যায়ের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. মিউনিসিপাল এসোসিয়েশন বাংলাদেশ (ম্যাব) এর সাথে সভা ঃ

বাংলাদেশে ৩২৯টি পৌরসভার পৌর প্রতিনিধিদের মাধ্যমে গঠিত ম্যাব এর নেতৃবৃন্দের সাথে অনুষ্ঠিত সভায় আইনটি সংস্কারের কার্যকরী ভূমিকা রাখা ও ম্যাব এর নিকট হতে প্রয়োজনীয় মতামত ও সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে ।

গ. আইন কমিশনের সাথে মতবিনিময় সভা ঃ

এম.এল.এ.এ, ব্লাষ্ট ও নাগরিক উদ্যোগ এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় আইন কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে পৌরবোর্ড আইন সংস্কার, সালিসী পরিষদ আইন সংস্কার এর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয় ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়।

ঘ. স্থানীয় সরকার বিভাগের নগর উন্নয়ন অনুবিভাগের সাথে সভা ঃ

স্থানীয় সরকার বিভাগের নগর উন্নয়ন অনুবিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বিরোধ মীমাংসা পৌর এলাকা) বোর্ড আইন ২০০৪ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ১৪ মার্চ ২০২৪ মন্ত্রনালয়ের সভা কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণ আইনটি সংস্কারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে সহমত পোষণ করেন।

বিভিন্ন মাধ্যম হতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে পৌরবোর্ড আইন এর সীমাবদ্ধতা ঃ

ক. মাত্র ২৫০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা মূল্যমান পর্যন্ত বিরোধ নিস্পত্তির ক্ষমতা।

খ. আবেদনের সাথে ফিস এর পরিমান উল্লেখ না থাকা।

গ. মেয়রের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে আপত্তি উপস্থাপন বা মেয়রের অনুপস্থিতিতে কে বোর্ডের সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন তা আইনে পরিস্কার না থাকা।

ঘ. সমন জারী ও সাক্ষীর সমন প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে উল্লেখ না থাকা।

ঙ. আবেদনকারীর অনুপস্থিতিতে মামলার পরিনতি কী হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ঠ ব্যাখ্যা না থাকা

চ. প্রতিবাদীর অনুপস্থিতিতে মামলার পরিনতি কী হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ঠ ব্যাখ্যা না থাকা

ছ. অপরাধ/ বিরোধ সংগঠিত হওয়ার পর কত দিনের মধ্যে মামলা দায়ের করতে হবে এবং মামলা নিস্পত্তির সময়সীমা আইনে উল্লেখ না থাকা।

জ. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের পদ্ধতি হিসেবে শুধুমাত্র কর আদায় পদ্ধতির (স্থানীয় সরকার আইন ২০০৯) ন্যায় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা উল্লেখ থাকা। যা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ও সহজতর নয়।

ঝ. ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের সময়সীমা উল্লেখ না থাকা।

ঞ. বিচারাধীন মামলা উচ্চ আদালত হইতে পৌরবোর্ড প্রাপ্ত হলে করণীয় কী তা আইনে উল্লেখ না থাকা।

ট. মিথ্যা মামলা দায়ের করা হলে কী হবে তা আইনে উল্লেখ না থাকা।

ঠ. যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত আবেদন অগ্রাহ্য হলে রিভিশন দাখিল প্রক্রিয়া কী হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না থাকা।

ড. আইনটি বাস্তবায়নে বিধিমালা প্রনীত না হওয়া।

ঢ. ফরমস/ফরমেট এবং রেজিষ্ট্রার ইত্যাদির নমূনা না থাকা।

আইনটি সংস্কারে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ ঃ

* পৌরবোর্ড আইনের বিচারিক ক্ষমতার আর্থিক এখতিয়ার ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি ঘটানো
* রায় বাস্তবায়ন পদ্ধতি সহজতর করা
* আইনটির শিরোনাম পরিবর্তন করে ‘পৌর আদালত’ নামে আইনটি করা যায় কী না ?
* মেয়রের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে আপত্তি উপস্থাপন বা মেয়রের অনুপস্থিতিতে কে বোর্ডের দায়িত্ব পালন করবেন তা স্পষ্ট করা।

*অতি শীঘ্র বিধিমালা প্রনয়ন করা।

*ফরম, ফরমেট রেজিষ্ট্রার ইত্যাদির নমূনা সরবরাহ করা।

*পৌরবোর্ড কার্যক্রমে সহায়তার জন্য সিটি পুলিশ এর বিধান রাখা।

মাদারীপুর লিগাল এইড এসোসিয়েশন

ই-মেইল ঃ mlaabd.org@gmail.com

ওয়েব ঠিকানা ঃ www.mlaabd.org